সংবাদ

তারিখ ... 12 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

যশোর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়

ডোনেশন না দেয়ায় এক যুগেও দু' শিক্ষিকা এমপিওভুক্ত হননি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, যশোর অফিস ঃ দীর্ঘ এক যুগ চাকরি করেও এমপিওভুক্ত হতে পারেননি যশোর আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দু' শিক্ষিকা। আজ পর্যন্ত তাদের নিয়োগ বৈধকরণ পর্যন্ত করা হয়নি। অথচ ওই দু' শিক্ষিকার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কমপক্ষে আরও ২ শিক্ষকের চাকরি এমপিওভুক্ত হয়েছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কতিপয় সদস্য ও প্রধান শিক্ষিকার অর্থলিপ্সা দু' শিক্ষিকার চাকরি এমপিওভুক্তকরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষিকাদ্বয় হলেন দিল-আরা হুসাইন ও অম্বিকা রানী। এদের মধ্যে দিল-আরা হুসাইন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আবদুর রশিদের পরিবারের সদস্য।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ১৯৯১ সালের ১লা অক্টোবর পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উল্লিখিত দু' শিক্ষিকা খণ্ডকালীন চাকরি গ্রহণ করেন। ওই সময় আশ্বাস দেয়া হয় পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তাদের এমপিওভুক্ত করা হবে; কিন্তু টানা এক যুগ তারা অন্যান্য সহকর্মীর সমান দায়িত্ব পালন করে আসলেও তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয় না। জানা যায়, ততকালীন প্রধান শিক্ষিকা নূরুন আক্তার ও ম্যানেজিং কমিটির কতিপয় সদস্য তাদের কাছ থেকে 'ডোনেশন' না পেয়ে চরম ক্ষুব্ধ হন। যার শাস্তিস্বরূপ তাদের চাকরি এমপিওভুক্ত হয়নি। বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা রহিমা খাতুনও ম্যানেজিং কমিটির একাংশের প্ররোচনায় পূর্বসূরির পথ অনুসরণ করে ওই শিক্ষিকাদ্বয়কে বঞ্চিত করে চলেছেন।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা সহকারী শিক্ষক থেকে যখন প্রধান শিক্ষিকার পদে যান তখন তার পদটি খালি হয়। এই পদটি এখনও খালি রয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা এই পদে সাবিহা খাতুন নামে পছন্দসই এক মহিলাকে নিয়োগ দানের চেষ্টা করছেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষিকা দিল-আরা হুসাইন ও অম্বিকা রানীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখার শিক্ষিকা হিসেবে। ১২ বছরে তাদের চাকরি তো এমপিওভুক্ত হয়নি উপরন্তু গত দু' বছর হলো তুলে দেয়া হয়েছে প্রাথমিক স্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী। যেকোন সময় বন্ধ করে দেয়া হতে পারে পঞ্চম শ্রেণীর কার্যক্রম। চাকরি জীবনের ১২ বছর অতিবাহিত হলেও অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা পিছু ছাড়েনি এই দু' শিক্ষিকার। তারা দফায় দফায় নিয়োগ বৈধকরণ ও এমপিওভুক্তির আবেদন জানিয়ে কোন ফল পাননি। কর্তৃপক্ষ বারবারই পাশ কাটিয়ে গেছেন বিভিন্ন অজুহাতে। এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য যশোর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করা হলে প্রধান শিক্ষিকাকে পাওয়া যায়নি। সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুস সামাদের সাথে আলাপ হলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না বলে জানান।